ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১
২০০১ সনের ১৭ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১১-৪-২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত]

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশসমূহ পূরণকল্পে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন এবং প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।-** এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।-** ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) "ইটের ভাঁটা" অর্থ এমন স্থান যেখানে ইট প্রস্তুত বা পোড়ানো হয়;

(কক) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ বাঁশের মোথা ও খেজুর গাছসহ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ।

৩। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৪ এর-

(ক) উপান্তটিকায় "ইট পোড়ানো" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(১) লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইটের ভাঁটা স্থাপন করিতে পারিবেন না বা ইট প্রস্তুত বা ইট পোড়াইতে পারিবেন না।"

(গ) উপ-ধারা (২) এর "যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩), (৩ক) ও (৩খ) প্রতিস্থাপিত হইবে যথা ঃ

"(৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, যিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিম্নে হইবেন না, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা যেখানে পরিবেশ, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নাই সেখানে বন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয়ে এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে একটি তদন্ত কমিটি থাকিবে।

(৩ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট দরখাস্তে উল্লিখিত

বিষয়গুলির সত্যতা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রেরিত হইবে।

(৩খ) উপ-ধারা (৩ক) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমত দরখাস্তকারীকে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।"

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এ "পাঁচ" শব্দটির পরিবর্তে "তিন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(চ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ-

"(৫) এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপজেলা সদরের সীমানা হইতে তিন কিলোমিটার, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুম দখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বনাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হইতে তিন কিলোমিটার দুরত্বের মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপন করার লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং এই ধারা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত সীমানার মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপিত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক, উহা যথাযথ স্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।"

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় "আবাসিক এলাকা" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করে এমন এলাকা এবং "ফলের বাগান" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি ফলজ বা বনজ গাছ আছে এমন বাগানকে বুঝাইবে।"

৪। **১৯৮৯ সনের ৮নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৫ এর "জ্বালানী" শব্দটির পরিবর্তে "জ্বালানী কাঠ" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।-** উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৬। **পরিদর্শন**।- (১) এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপন করার জন্য জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, -

(ক) ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী কাঠ আটক করিতে পারিবেন;

(খ) লাইসেন্স ব্যতীত ইটের ভাঁটা স্থাপন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট, সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য মালামাল আটক করিতে পারিবেন।"

৬। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"৭। **দণ্ড**।- কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবেন।"

৭। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"(১) জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদ মর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/ সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"